সংবাদ

তারিখ 24 FEB 2016
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

ছাত্রলীগের পূর্ণাঙ্গ কমিটিতে অপরাধী ও বিবাহিতদের হিড়িক

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

বাংলাদেশ ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু এ কমিটিতে পদপ্রাপ্তদের অনেকের বিরুদ্ধেই চাঁদাবাজি, ইয়াবা ব্যবসাসহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগ আছে। ত্যাগী ও যোগ্যদের মূল্যায়ন না করেই কমিটি দেয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন ছাত্রলীগের একাধিক নেতাকর্মী। গত বছর বিএনপির জালাও-পোড়াও মামলার আসামিরাও ছাত্রলীগে পদ পেয়েছেন। এই কমিটিতে পদপ্রাপ্তদের বেশিরভাগই নিষ্ক্রিয়। তাছাড়া পদে সিনিয়র ও জুনিয়র মান্য না করেই উঁচু-নিচু পদ দেয়া হয়েছে বলে ছাত্রলীগের নেতারা অভিযোগ করেছেন। এ নিয়ে প্রকৃত পরিশ্রমী নেতাকর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ বিরাজ করছে। আবার কমিটিতে পদপ্রাপ্ত অনেকের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী বয়স পূর্ণাঙ্গ : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৫

পূর্ণাঙ্গ : কমিটিতে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

২৯ বছর শেষ হয়ে গেছে এবং কেউ বিবাহ করেছেন অনেক আগেই।
তথ্যানুসন্ধানে জানা গেছে, বর্তমান ৩০১ সদস্য পূর্ণাঙ্গ কমিটির সহ-সভাপতি পদ পেয়েছেন ৬১ জন। যাদের মধ্যে অনেকের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ রয়েছে। সহ-সভাপতি কাজী এনায়েতের বিরুদ্ধে শাহবাগে ফুল ব্যবসায় চাঁদাবাজির অভিযোগ আছে। আজিজুল হক রানা অনেক আগেই নিষ্ক্রিয় ও বিয়ে করেছেন বলে জানা গেছে। এরশাদুর রহমান চৌধুরী, তিনি সাবেক ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক। এছাড়া ছাত্রদলের সূর্যসেন হল কমিটিতে সদস্য ছিলেন তিনি। গঠনতন্ত্র অনুযায়ী তার বয়সও নেই। আনোয়ার হোসেন আনু, তিনি ছাত্রলীগের সাবেক কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক। পলাশীতে চাঁদাবাজি, ইয়াবা ব্যবসা, অবৈধভাবে ছাত্রদের হলে রাখা, হলে একচ্ছত্রভাবে প্রভাব বিস্তার ইত্যাদি অভিযোগ আছে তার বিরুদ্ধে। আমিনুল ইসলাম, তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শহীদুল্লাহ হল ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি। তার বিরুদ্ধে আছে চাঁদাবাজির অভিযোগ। ঢাকা মেডিকেলের সামনের ফুটপাথের দোকানগুলো থেকে সে নিয়মিত চাঁদা আদায় করে বলেও জানা গেছে। কিছুদিন আগে পুলিশ সেগুলো উচ্ছেদ করলেও পরদিনই আবার আমিনুল ওই দোকানগুলো বসিয়ে দেয়। এছাড়াও মাদক ব্যবসায় সংশ্লিষ্টতারও অভিযোগ আছে তার বিরুদ্ধে। নিশিতা ইকবাল নদী, তার বিরুদ্ধে ইয়াবা ব্যবসা, ঢাবির শামসুন্নাহার হলে কয়েকবার ছাত্রী পেটানোর এবং সাধারণ শিক্ষার্থীদের হল থেকে বের করে দেয়ার অভিযোগ আছে। মেহেদী হাসান, ঢাবির হাজী মুহম্মদ মুহসীন হলের সাবেক এ নেতার বিরুদ্ধে ইয়াবা ব্যবসার অভিযোগ আছে। তিনি ক্যাম্পাসে 'ইয়াবা সম্রাট' হিসেবেও পরিচিত। নুসরাত জাহান নুপুর, তিনি ঢাবি রোকেয়া হল ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি। ইতোমধ্যেই তিনি বিবাহিত বলে জানা গেছে। অহিদুর রহমান জয়, তার বয়স ও ছাত্রত্ব নেই। সাকিব হাসান সুইম, তিনি ঢাকা কলেজের বিলুপ্ত কমিটির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। নীলক্ষেত এলাকায় চাঁদাবাজি, প্রভাব বিস্তার ও অন্তঃকোন্দলে একজন ছাত্র নিহতের ঘটনায় ঢাকা কলেজ কমিটি বিলুপ্ত করা হয়। রুহুল আমিন, ঢাবির এ এফ রহমান হল ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ছিলেন তিনি। নীলক্ষেতে পানি সরবরাহের ব্যবসায় জড়িতের অভিযোগ আছে তার বিরুদ্ধে। মেহেদী হাসান বাবু, গত বছর বিএনপির জালাও-পোড়াও মামলায় পল্টন থানায় কয়েকমাস জেলে ছিলেন তিনি। সুপ্রিয় কুন্ড রাজেস, তিনিও ইয়াবা ব্যবসায়ী বলে খ্যাত।
যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক পদ পেয়েছেন ১১ জন। এদের মধ্যে অনেকের বিরুদ্ধে বিভিন্ন রকম অভিযোগ আছে। আসাদুজ্জামান নাদিম গত বছর মূল কমিটির সুপার ফাইভে আসার পর থেকেই নিষ্ক্রিয়। শহিদুল ইসলাম শাহেদ, সদ্য সাবেক ছাত্রলীগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির প্রচার সম্পাদক। তিনি বিবাহিত বলে জানা গেছে। মাহমুদুল হাসান, ঢাবি ফজলুল হক হল ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক। তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে মাদক ব্যবসায় জড়িত থাকার অভিযোগ আছে। সায়েম খান, গঠনতন্ত্র অনুযায়ী তার বয়স নাই।
সাংগঠনিক সম্পাদক পদ পেয়েছেন ১১ জন। তাদের মধ্যে শৃজন ঘোষ সজীব, তিনি সাবেক কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের উপসম্পাদক ছিলেন। অপহরণ মামলায় ৬ মাস জেলে ছিলেন তিনি। তাছাড়া তিনি ছাত্রলীগ থেকে বহিষ্কৃত ও বিবাহিত বলেও জানা গেছে। আশিকুল পাঠান সেতু, ঢাবি ছাত্রলীগের সাবেক কর্মসূচী ও পরিকল্পনা বিষয়ক সম্পাদক। তিনি প্রাইভেটকার এক্সিডেন্ট করে ১ জনকে হত্যা মামলায় জেলে ছিলেন। সজীব বিশ্বাস, তিনি জগন্নাথ হল ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক। ইতোমধ্যেই তার বয়স শেষ হয়ে গেছে।
কখনো অন্য কোন ইউনিটে ছাত্রলীগের পদে ছিলেন না। অথচ কেন্দ্রীয় কমিটির লোভনীয় পদগুলো পেয়েছেন। তারা হলেন প্রচার সম্পাদক সাইফুদ্দীন রাবু, তিনি পূর্বে ছাত্রলীগের কোন পদেই ছিলেন না। আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ইমরান খান, তিনিও পূর্বে ছাত্রলীগের কোন পদেই ছিলেন না ছাত্রলীগের একাধিক নেতা জানিয়েছেন। এছাড়া নতুন কমিটিতে পদপ্রাপ্ত আরেক নেতা আরিফুজ্জামান নরুন্নবী, তিনি ঢাবির কুয়েত মৈত্রী হলের সাবেক সভাপতি তানজীনা সারমিন মিশোরীকে বিয়ে করেছেন বলে জানা গেছে।
উল্লেখ্য, গত বছরের ২৫-২৬ জুলাই রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অনুষ্ঠিত হয় ছাত্রলীগের সম্মেলন। সেখানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উপস্থিত ছিলেন। ওই সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী যোগ্য ও প্রকৃত ছাত্রদেরই কমিটিতে নিয়ে আসার জন্য ছাত্রলীগের নেতাদের প্রতি আহ্বান জানান।
সম্মেলনে সভাপতি পদ পেয়েছেন সাইফুর রহমান সোহাগ ও সাধারণ সম্পাদক পদ পেয়েছেন এসএম জাকির হোসাইন। গত সোমবার রাতে ৩০১ সদস্য বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করে ছাত্রলীগ।